আপনি কৃষি শ্রম সম্পর্কে কি বোঝেন?

কৃষি শ্রমের সংজ্ঞা কৃষি শ্রম তদন্ত কমিটি দেয়। কৃষি শ্রমিক হল সেই সমস্ত লোক যারা তাদের আয়ের উৎস প্রধানত অন্য লোকের খামার এবং জমিতে কাজ করে। তারা মজুরির জন্য কাজ করে।

কৃষি শ্রমের কাজের মধ্যে রয়েছে মাটি চাষ করা, কোনো কৃষি ফসল বা উদ্যানজাত দ্রব্যের বৃদ্ধি বা ফসল তোলা এবং গবাদি পশু, মৌমাছি, গরু, ছাগল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা।

কৃষি শ্রম পিছিয়ে পড়া এবং অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের অন্য মানুষের পর্যায়ে আসতে সক্ষম করে। মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করে। নিম্ন কর্মসংস্থান, অনুন্নয়ন এবং উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার মতো সাধারণ সমস্যাগুলি কৃষি শ্রমিকরা কাটিয়ে উঠতে পারে।

কৃষি শ্রম পণ্য ও দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ায় এবং ঐতিহ্যগত কৃষিকে উৎসাহিত করে। আদিকালে প্রচুর পরিমাণে জমি পাওয়া যেত। তাই, যারা চাকরি পাওয়ার সামর্থ্য ছিল না তারা চাষ করে তাদের জীবিকা অর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কৃষি শ্রমিক দ্বারা সম্মুখীন সমস্যার উপর একটি নোট

- **কৃষি শ্রমিকদের প্রান্তিককরণ:** 1951 সালে চাষি ও কৃষি শ্রমিক ছিল প্রায় 97.2 মিলিয়ন। এবং 1991 সালে তা বেড়ে 185.2 মিলিয়নে উন্নীত হয়। 1951 থেকে 1991 সালের মধ্যে এই সংখ্যা 27.3 মিলিয়ন থেকে বেড়ে 76.4 মিলিয়নে উন্নীত হয়। সুতরাং, আমরা উপসংহারে পৌঁছাতে পারি যে 1951 সাল থেকে 1991 সাল পর্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং 1951 সাল থেকে 1991 সাল পর্যন্ত শতকরা বৃদ্ধি ছিল 28 শতাংশ থেকে 40 শতাংশ। এইভাবে, আমরা বলতে পারি যে ভারতে শ্রমিকদের ক্যাজুয়ালাইজেশন দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বছরের পর বছর ধরে জমির শেয়ারের দাম এবং কৃষিকাজও কমে যায়।

- **কৃষি শ্রমিকের পুনর্গঠন:** ভারতে কৃষি শ্রমিকরা অসংগঠিত এবং বিক্ষিপ্ত। তারা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। ফলে কৃষি শ্রমিকদের তাদের দৈনন্দিন ভাড়ার জন্য দর কষাকষি করার ক্ষমতা নেই।

- **মজুরি ও আয়:** ভারতে শ্রমিকদের মজুরি এবং পারিবারিক আয় খুবই কম। টাকা মজুরির হার বাড়তে শুরু করলেও শ্রমিকের মজুরি বাড়েনি। এখন পর্যন্ত শ্রমিকরা পাচ্ছেন মাত্র রুপি। প্রতিদিন 150 টাকা। একটি পরিবারের জীবনধারণের জন্য এই পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

- **কর্মসংস্থান এবং কাজের অবস্থা:** আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি, কৃষি শ্রমিকরা কর্মহীনতা এবং বেকারত্বের মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়। তারা বছরের কিছু সময় কাজ করে এবং বাকি সময় খামারে কোন কাজ না থাকায় বা তাদের জন্য বিকল্প কোন কাজ না থাকায় তারা অলস থাকে।

- **ঋণগ্রস্ততা:** দেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা নেই। তাই, যখন কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকরা অর্থের অভাবের সম্মুখীন হয়, তখন তারা জমিদারদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে (কখনও কখনও 40% থেকে 50%) ঋণ নেয়, যা শেষ পর্যন্ত তাদের ঋণের দিকে নিয়ে যায়।

- **কৃষিশ্রমে নারীদের কম মজুরি:** ভারতের মতো দেশে এখনও পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবল। মহিলাদের খামার এবং জমিতে খুব কঠোর পরিশ্রম করার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে তাদের পুরুষদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয়।

- **শিশুশ্রমের উচ্চ ঘটনা:** ভারতে শিশুশ্রমের হার অনেক বেশি। এটি একটি জরিপ থেকে উপসংহারে এসেছে যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা 17.5 মিলিয়ন থেকে 44 মিলিয়নের মধ্যে পরিবর্তিত হয়, যা খুব বেশি। এশিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশু শ্রমিক ভারতে।

- **অভিবাসী শ্রমিকের বৃদ্ধি:** সেচ অঞ্চলে শ্রমিকদের মজুরি বৃষ্টিনির্ভর এলাকায় শ্রমিকদের মজুরির তুলনায় কম। এর ফলে শুষ্ক এলাকা থেকে ভারী বৃষ্টির এলাকায় শ্রমিকদের স্থানান্তরিত হয়।

কৃষি শ্রমের সমস্যাগুলির উন্নতির জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ।

- **বন্ডেড লেবার বিলুপ্তি:** বন্ডেড শ্রমকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বেশ কিছু প্রচেষ্টা করা হয়েছে কারণ এটি শোষণমূলক, অমানবিক এবং লঙ্ঘনমূলক। বন্ডেড শ্রম অপসারণের জন্য আইনী প্রচেষ্টাও করা হয়েছে। 1976 সালে, বন্ডেড লেবার সিস্টেম (বিলুপ্তি) আইন পাস হয়। এই আইন অনুসারে, দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় 2.51 লাখ বন্ধন শ্রমিককে চিহ্নিত করে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

- **ন্যূনতম মজুরি আইন:** এই আইনটি 1948 সালে পাস হয়েছিল। এটি কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শুরু হয়েছিল।

- **ভূমিহীন শ্রমিকদের বন্টন:** এই আইন অনুসারে, রাজ্য সরকারকে কৃষি শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

- **বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্প:** শ্রমিকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসংস্থান প্রকল্প পরিচালনা করে:

- পল্লী কর্ম কর্মসূচী

- গ্রামীণ কর্মসংস্থানের জন্য ক্র্যাশ স্কিম

উপসংহার

এই নিবন্ধটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে কৃষি শ্রম এবং তাদের মুখোমুখি হওয়া অসংখ্য সমস্যা। তাদের অবস্থার উন্নয়নে সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ধাপগুলো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়লে, কেউ কৃষি শ্রম সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে। আমরা এই নিবন্ধটি দরকারী খুঁজে পেতে আশা করি.